আত্মহত্যা

বন্ধুরা এখন সব নিদ্রামগ্ন ;
দ্বারে দ্বারে যাই আমি ,
প্রশ্ন করি, 'বন্ধু জেগে আছো ?
বন্ধু জেগে ওঠো, দেখ কী রকম
পায়ের তলার থেকে সরে যাচ্ছে মাটি ;
ঘুমোবার এখন সময় ?'

উত্তর আসে না কোনো---
চতুর্দিকে বাদের ঘ্রাণ
ঝলসে ওঠে চিমনির ধোঁয়ায়,
কৃষকের হাতে কাস্তে, ক্ষীণ, তীক্ষ্নতম।

কে দাঁড়াবে মিছিলের আগে,
এক পতাকার নিচে কে করবে একত্রিত
গুঁড়ো গুঁড়ো স্ফুলিঙ্গের উদ্দাম অঙ্গার ?
শিল্পীরা এখন সব ঘুমে অচেতন
সাহিত্য - সেবীরা মগ্ন আঁধার বিবরে।

অক্ষম আক্রোশে
বিপ্লবের মন্ত্রগুলো ছিন্ন - ভিন্ন করে
পরস্পর, এ ওর শরীর।

কালীপদ কোঙার

ঠিকানাগুলো হারিয়ে যায়

মহিলা বললেন, 'আজ্ঞে, ঠিক নম্বরেই এসেছেন,
কিন্তু ও-রকম কোনো লোক
এখন এখানে নেই, কখনো ছিলেন কি না
জানি না আমরা, নমস্কার।'
বন্ধ হয়ে গেল দরজা, বিহ্বল চোখের সামনে।

অতঃপর কোনখানে যাব ?
শিউলি ফুলের মতো হাসি মুখে নিয়ে
কে কোথায় বসে আছে ? গেলেই বলবে,
'কী ভাগ্যিস, এতদিন পরে মনে পড়ে গেল,
তোমার কথাই ভাবছি আজ কতদিন !'

কেউ কারো জন্য বসে থাকে না এভাবে,
জঙ্গম পৃথিবী জুড়ে ছোটখাটো কিছু পরিচয়,
কিছু স্বার্থ, কিছু ভাসা-ভাসা ভালোবাসা,
তারপর অন্ধকারে ছুটে যায় ট্রেন।
কিছু চিরস্থায়ী নয়, বন্ধুত্ব, শত্রুতা কিংবা প্রেম।

চেনা দরজায় তাই বারবার ফিরে আসতে নেই।
স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া ভালো ---জোয়ার ভাঁটার,
পুরোনো দরজায় ঝোলে তালা, কিংবা নবতম মুখ
বের হয়ে এসে বলে, 'নমস্কার, ঠিক নম্বরেই এসেছেন,
কিন্তু ও - রকম লোক এ বাড়িতে থাকে না এখন।'

কালীপদ কোঙার